

ইবাদতের স্বাদ

09-February-2023



সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
وَعَلَى إِلِكِ وَأَصْحِبِكِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
وَعَلَى إِلِكِ وَأَصْحِبِكِ يَا نُورَ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
অর্থাৎ যে (ব্যক্তি) আমার উপর সারা দিনে একহাজার (১,০০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততোক্ষণ পর্যন্ত

মৃত্যুবরণ করবে না, যতোক্ষণ না জান্নাতে নিজের স্থান মধ্যে দেখে না নিবে। (আজারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৬, হাদীস: ২৫৯০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ النَّبِيُّ الصَّادِقُ (আমে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ❦ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র ইবাদত

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রোযা রাখতেন আর এতো বেশি নামায আদায় করতেন যে, তাঁর পা মোবারকে ফোলা এসে যেতো। (জরিখে দামেক, ৪/১৪১) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কিয়ামুল লাইল (অর্থাৎ রাতের নফল নামায) কখনো ছাড়তেন না, যদি কখনো শরীরে অসুস্থতা অনুভব করতেন তখন বসে বসে আদায় করতেন। (আবু দাউদ, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩০৭) উম্মুল মু'মিনীন

হযরত উম্মে সালমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا 'র বর্ণনা মোতাবেক প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র স্বভাব এটা ছিলো; রাতে নামায আদায় করতেন এরপর যতোক্ষণ সময় নামায আদায় করতেন, ততোক্ষণ সময় আরাম করতেন, এরপর উঠতেন অতঃপর যতোক্ষণ সময় আরাম করেছেন, ততোক্ষণ সময় নামায আদায় করতেন, এরপর নামায পড়ার সমপরিমাণ সময় আরাম করতেন, এইভাবে করতে থাকতেন এমনকি ফজর হয়ে যেতো। (জিরমিখী, ৬৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯২৩) হযরত জাবের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আরাম করার পর যখনই জাগ্রত হতেন তখন মিসওয়াক করতেন আর নতুনভাবে অযু করে নামায আদায় করতেন।

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, ২/ ৪৬২, হাদীস: ৩৬৫১)

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত হুযাইফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একরাতে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মসজিদে নামায আদায় করছিলেন, আমি সময়টি গণিমত মনে করলাম আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র পিছনে দাঁড়িয়ে ইকতিদা করে নামায শুরু করে দিলাম। আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নামাযের মধ্যে সূরা বাকারা তিলাওয়াত শুরু করলেন, আমি মনে মনে ভেবেছিলাম নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ১০০ আয়াত পাঠ করে (হয়তো) রুকু করবেন কিন্তু তিনি ১০০ আয়াত পাঠ করে রুকু করলেন না বরং সামনে অগ্রসর হলেন, আমি ভাবলাম যে, হয়তো ২০০ আয়াতের পর রুকু করবেন কিন্তু তিনি ২০০ আয়াতের পরও রুকু করলেন না। এখন আমার এই ধারণা হলো যে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পুরো সূরা বাকারা (অর্থাৎ প্রায় আড়াই পারা) সম্পূর্ণ করে রুকু করবেন। অতএব সূরা বাকারা পূর্ণ হলো কিন্তু তিনি এখনো রুকু করলেন না বরং সূরা আলে ইমরান আরম্ভ করে দিলেন।

এখন আমি ভেবেছিলাম প্রিয় নবী হয়তো সূরা আলে ইমরান পরিপূর্ণ তিলাওয়াত করে রুকু করবেন। (কিন্তু আমার ধারণা এবারও সঠিক হলো না) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সূরা আলে ইমরান পূর্ণ করলেন (অর্থাৎ পৌনে ৪ পারা তিলাওয়াত করলেন) কিন্তু রুকু করলেন না বরং সূরা নিসা শুরু করলেন।

হযরত হুযাইফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি ভাবলাম হয়তো হুযর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সূরা নিসা পূর্ণ করে রুকু করবেন, এবারও আমার ধারণা সঠিক হলো না, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সূরা নিসা পূর্ণ করলেন (অর্থাৎ ৫ পারা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো) এখন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সূরা মায়েদা শুরু করলেন এবং সূরা মায়েদা পূর্ণ করার পর (অর্থাৎ প্রায় ৬ পারা পাঠ করে) রুকু করলেন। আমি শুনেছি: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রুকুর মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পড়ছিলেন, অতঃপর (দ্বিতীয় রাকাতে) তিনি সূরা আনআম শুরু করলেন। (মুসাদ্দেফে আব্দুর রাযযাক, ২/ ৯৫-৯৬, হাদীস: ২৮৪৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কেমন অধিকহারে ও ধারাবাহিকতার সাথে ইবাদত করতেন। অতঃপর এখানে এটাও গভীরভাবে চিন্তা করুন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ 'র ব্যস্ততা কেমন ছিলো? আমাদের উপর সাধারণত একটি পরিবারের দায়িত্ব থাকে, একটি পরিবারের কিছু লোকদের দেখাশুনা করতে হয় কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সারা জাহানের নবী, নবুয়তের দায়িত্বও পালন করতেন, সাহাবায়ে কেলামগণের رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ইলমে দ্বীন শিখাতেন, নেকীর দা'ওয়াতও দিতেন, পেরেশানগ্রস্ত লোকদের

শান্তনাও দিতেন, অসুস্থদের দেখতেও যেতেন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র খেদমতে লোকের আরজি নিয়ে আসতো, তাদের আবেদনও শুনতেন এবং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র তো এই শান যে পশুরাও তাঁর দরবারে তাদের পেরেশানীর কথা বলতো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাদেরও স্নেহ ও দয়া দ্বারা ধন্য করতেন।

এভাবে চিন্তা করতে থাকুন! কতো ব্যস্ততা ছিলো, ঐসব ব্যস্ততার মধ্যেও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ধারাবাহিকতার সাথে ও অধিক হারে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতেন।

দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য হলো ইবাদত

হায়! আমাদের মধ্যে একটি হলো আমরা সবকিছুর জন্য সময় নিই, যদি আমরা অর্থ উপার্জন করতে চাই তবে সময়ই সময়

- ★ ঘুরাফেরা করার জন্য যেতে হয় তো অনেক সময়
- ★ মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার (Social Media) জন্য আমরা সব সময় ফ্রি (Available)
- ★ কোন সার্কাসের জোকর এসে যায় তবে তার আশেপাশে জড়ো হওয়ার জন্যও সময় আছে
- ★ খেলাধূলা করার জন্যও সময় আছে
- ★ ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হয় তো, তখনোও সড়কের উপর বড় বড় এল সি ডি লাগিয়ে সারা রাত খেলা দেখার ও উল্লাস করারও সময় থাকে। হ্যাঁ আমাদের সময় থাকে না শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য
- ★ আমাদের সময় থাকে না শুধু ইশরাক ও চাশতের জন্য
- ★ সময় নেই শুধু আওয়ামীন নফলের জন্য
- ★ সময় নেই তো নেকী পূর্ণ ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার
- ★ মাদানী কাফেলায় সফর করার সময় নেই
- ★ নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার জন্য সময় নেই
- ★ ইলমে দ্বীন শিখার সময় নেই
- ★ যদি সময় না থাকে

তবে কবর ও আখিরাতে প্রস্তুতির সময় নেই ★ এগুলো ছাড়া দুনিয়াবী যেকোন কাজের জন্য আমরা সময় বের করেই নিই।

হায়! যদি আমাদের পরকালের চিন্তাভাবনা নসীব হয়ে যেতো, হায়! আমরা যদি আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে আমলীভাবে নিজের আইডল (Ideal) বানাতাম এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র আদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সফল হয়ে যেতাম। হায়! যদি ইবাদতের সামর্থ্য নসীব হয়ে যেতো।

দুনিয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

প্রসিদ্ধ সুফি বুয়ুর্গ মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি বাদশাহ তোমাকে কোন বিশেষ কাজের জন্য পাঠায়, আর তুমি রাস্তায় আরও অনেক কাজ করে বসো কিন্তু ঐ বিশেষ কাজ যেটার জন্য বাদশাহ পাঠিয়েছে, সেটা করতে ভুলে যাও তাহলে বলো বাদশাহ কি তোমার উপর খুশি হবে? কখনো হবে না, ব্যস এজন্য দুনিয়াতে মানুষ প্রতিটি কাজের কথা ভুলে গেলেও একটি কাজের কথা কখনো ভুল না হওয়া উচিত। ঐ বিশেষ কাজটি কি, এটার বর্ণনা পারা ২২, সূরা আহযাবের এই আয়াতে রয়েছে:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নিশ্চয় আমি আমানত অর্পণ করেছি আসমানসমূহ, যমিন ও পর্বতমালার প্রতি। অতঃপর সেগুলো তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে শঙ্কিত হলো, কিন্তু মানুষ তা বহন করলো।

আয়াতের মধ্যে আমানত দ্বারা নামায ও প্রতিটি ঐ কাজই উদ্দেশ্য যা করলে সাওয়াব পাওয়া যায় আর না করলে গুনাহ হয়।

(তাফসীরে জালালাইন তাফসীরে সাঈর পাদটীকা, পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৭২, অংশ: ৫/৩, পৃষ্ঠা: ৫৪)

আফসোস! আমাদের প্রতিটি কাজের কথা স্মরণ থাকে
 * খাবারের কথা ভুলি না * পান করতে ভুলি না * নতুন কাপড় নিতে ভুলি না * মোবাইলের নতুন মডেল আসে তো যতোক্ষণ পর্যন্ত ক্রয় করতে পারি না, প্রশান্তি আসে না * গাড়ির জন্য নতুন নতুন মডেলের প্রতি দৃষ্টি রাখি * হ্যাঁ মনোযোগ নেই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে অর্থাৎ ইবাদতের দিকে মনোযোগ থাকে না * কবরের চিন্তাভাবনা হয় না * কবরের ভয়ের দিকে মনোযোগ থাকে না * কবরে যখন মুনকির নাকির (ফেরেশতাদ্বয়) প্রশ্ন করবে ঐ একাকীতে, ভয়ের মধ্যে কী উত্তর দিতে হবে? কিভাবে দিবেন? * কিয়ামতের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমাদের কী অবস্থা হবে? যখন আমলনামা খোলা হবে তখন আমাদের কী অবস্থা হবে? * পুলসিরাত কিভাবে পার করবো? * হায়! ঠিকানা কি জান্নাত হবে নাকি জাহান্নাম? * আমাদের মনোযোগ না থাকলে তো এসব বিষয়ে থাকতো না।

হায়! আমরা যদি আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তাশীল হয়ে যেতাম, হায়! ইবাদতের স্পৃহা যদি মিলে যেতো, হায়! শতকোটি আফসোস! দুনিয়ার ভালোবাসা মন থেকে বের হয়ে যেতো, হায়! আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টি লাভের মনোভাব নসীব হয়ে যেতো।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য

পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ

(পাৱা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো, আমরা এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য এসেছি। সুতরাং আমাদের উচিত ইবাদতকে প্রতিটি জিনিসের চেয়ে গুরুত্ব দেয়া, বাকী বিষয় গুলো কিছু ছুটে যায় তো ছুটে যাক, ইবাদতের মধ্যে অলসতা একেবারে আসতে না দেয়া। হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত কাইস বিন মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র অভ্যাস ছিলো যে, তিনি সারা রাত নামায পড়তেন, সাহরির সময় বসে যেতেন আর আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করে বলতেন: এটি ঐ কাজ, যেটার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, আল্লাহ না করুক যদি আমাদের শেষ পরিণতি ঈমানের উপর না হয় তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। (সিফাতুল সফওয়া, ৩য় অংশ, ২/৮৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সবচেয়ে সুস্বাদু জিনিস কি?

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইবাদত ও রিয়াযতের তাওফিক দান করুন। বিশ্বাস করুন! দুনিয়াতে যা কিছু আছে, আল্লাহ পাকের ইবাদত এগুলোর চেয়ে বেশি সুস্বাদু। সমস্যা হলো এটাই যে, আমরা দুনিয়াবী স্বাদের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছি, ইবাদত ও রিয়াযতের যে গুরুত্ব রয়েছে, আমরা সেই গুরুত্বটুকু দিচ্ছি না, এজন্য আমাদের দুনিয়াবী কাজে যেই স্বাদ মিলে, ইবাদতের মধ্যে সেই স্বাদ পাওয়া যায়

না। যদি আমরা ইবাদতকারী হয়ে যায় তবে إِنَّ مَعَ الْعِلْمِ ইবাদতের এমন স্বাদ নসীব হবে, ইবাদত ব্যতীত জীবিত থাকাকাটা কঠিন মনে হবে। আল্লাহ পাকের একজন নেককার বান্দা যিনি অধিকহারে ইবাদত করতেন, তিনি বলেন: যে স্বাদ ও নেয়ামত আমাদের অর্জিত হয়েছে, যদি দুনিয়াবী বাদশাহ সেটা জেনে নিতো তাহলে সে তরবারী দিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতো। (সিফাতুল সফওয়া, অংশ: ৪/২, পৃষ্ঠা: ১৩৫)

অর্থাৎ দুনিয়াবী বাদশাহ যেমনিভাবে মুকুট ও সিংহাসনের জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে, যদি তাদের বুঝা আসতো যে, ইবাদতের মধ্যে কেমন স্বাদ তাহলে তারা তাজ ও সিংহাসন নয় বরং ইবাদতের স্বাদের জন্য পাগল হয়ে যেতো।

অন্তিম সময় কান্না করার কারণ

বর্ণিত আছে: সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত মুয়ায বিন জাবাল رضي الله عنه 'র শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন, আরয করা হলো: হুয়ুর! আপনি কেন কান্না করছেন? বললেন: এজন্য কান্না করছি, মৃত্যুর পর আমি গরমের দিনের রোযার পিপাসা ও শীতের রাতে নামায পড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো আর ওলামায়ে কেরামগণের যিকিরের মাহফিলে উপস্থিত হতে পারবো না। (লাতায়িফুল মাআরিফ, ৪০২ পৃষ্ঠা)

سُبْحَانَ اللَّهِ! হে আশিকানে রাসূল! দেখুন! যার ইবাদতের স্বাদ নসীব হয়েছে, সে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের উপর ইবাদতকেই প্রাধান্য দেয়। হায়! আমাদেরও যদি ইবাদতের এ রকম স্বাদ নসীব হয়ে যেতো, হায়! আমরা প্রতিটি জিনিসের উপর ইবাদতকে গুরুত্ব প্রদানকারী হয়ে যেতাম।

ইবাদতের স্বাদ সম্পর্কিত ৫টি ঘটনা

(১) আনসারী সাহাবী ও ইবাদতের স্বাদ

হযরত জাবের رضي الله عنه বলেন: একবার আমরা আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صلى الله عليه وآله وسلم 'র সাথে কোন এক যুদ্ধে গেলাম, ফিরে আসার সময় আমরা পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুসাসাম صلى الله عليه وآله وسلم ঐখানেই অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم আরাম করার জন্য ঐখানে থামলেন। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صلى الله عليه وآله وسلم ইরশাদ করলেন: আজ রাত কে পাহারা দিবে? এক মুহাজির আরেকজন আনসারী সাহাবী رضي الله عنهما দাঁড়ালেন আর বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وآله وسلم! এই সৌভাগ্যটি আমরা অর্জন করতে চাচ্ছি, আমাদের কবুল করুন! রাসূলে করীম صلى الله عليه وآله وسلم অনুমতি প্রদান করলেন, সুতরাং ঐ দুইজন সাহাবী رضي الله عنهما পাহারা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, তারা উভয়ে পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করলেন আর এটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অর্ধরাত পর্যন্ত একজন পাহারা দিবে আর অন্যজন আরাম করবে, অতঃপর প্রথমজন আরাম করবে দ্বিতীয়জন পাহারা দিবে। ব্যস প্রথমে অর্ধরাত মুহাজির সাহাবী رضي الله عنه আরাম করলেন আর আনসারী সাহাবী رضي الله عنه পাহারা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো ঐ আনসারী সাহাবী رضي الله عنه নামায পড়া শুরু করলো আর সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

এরই মধ্যে হঠাৎ শত্রুদের একজন লোক পাহাড়ের উপর থেকে তীর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। শত্রুরা প্রথম যেই তীরটি নিক্ষেপ করল সেটা আনসারী সাহাবী رضي الله عنه 'র শরীরে এসে বিদ্ধ হলো।

اللَّهُ أَكْبَرُ! সাহাবায়ে কেরামগণের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ইবাদতের স্পৃহার প্রতি শতকোটি মারহাবা! আনসারী সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র শরীরেও তীর প্রবেশ করে ছিলো, তা সত্ত্বেও তিনি কোন আওয়াজ করলেন না এবং চুপচাপ নামাযে মশগুল রইলেন, যালিম দুশমনরা দ্বিতীয়বার তীর ছুড়ে মারল, সেটাও তাঁর শরীরে এসে পড়লো, আনসারী সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এখনো নামায ছাড়লেন না, শত্রু তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করল, সেটা সাহাবীয়ে রাসূলের শরীরে এসে বিদ্ধ হলো, এখন ঐ সাহাবী দ্রুত রুকু সিজদা করলেন, নামায সম্পন্ন করলেন এবং নিজের সহযোগীকে জাগ্রত করলেন। তীর নিক্ষেপ কারী কাফির যখন দেখলো তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর সাথে আছে তখন সে দ্রুত পালিয়ে গেলো। এদিকে মুহাজির সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ নিজের সাথীকে আহত দেখে দ্রুত তাঁর শরীর থেকে তীর বের করলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার উপর শত্রু হামলা করেছে আর আপনি আমাকে জাগালেন না কেন? উত্তরে কুরআন ও নামাযের স্বাদ উপভোগকারী ঐ আনসারী সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বললেন: আমি নামাযের মধ্যে একটি সূরা শুরু করেছিলাম, আমি এটা পছন্দ করিনি যে, সূরাটি অর্ধেক ছেড়ে দিয়ে নামায ভঙ্গ করবো। আল্লাহ পাকের শপথ! যদি আমার নবীয়ে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র পাহারার দায়িত্ব না থাকতো তাহলে আমি আমার প্রাণ দিয়ে দিতাম তারপরও সূরা অবশ্যই পরিপূর্ণ করতাম।

(উয়ুনুল হিকায়াত, ১/৩৩,৩৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(২) হযরত ওরওয়া বিন যুবাইর ও ইবাদতের স্বাদ

হযরত ওরওয়া বিন যুবাইর رضي الله عنه 'র পায়ে একবার ফোঁড়া উঠলো (যেটার দ্বারা মাংস পঁচে ঝরে যায়), সুতরাং ডাক্তাররা (Doctors) এটা সিদ্ধান্ত নিলো: হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رضي الله عنه 'র পা কেটে ফেলতে হবে যাতে এই ক্ষতটি পুরো শরীরে ছেঁয়ে না যায় কিন্তু হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رضي الله عنه এতে রাজি হলেন না আর বরাবর অস্বীকৃতি জানাতেই রইলেন। পরিশেষে ডাক্তাররা বলল: যখন তিনি নামায পড়বেন, তখন তাঁর পা কাটতে হবে। ডাক্তারা এরকমই করলো, হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رضي الله عنه নামায আদায় করছিলেন আর তাঁর পা কাটা ফেলা হলো কিন্তু কুরবান হয়ে যান! হযরত উরওয়া رضي الله عنه এমন একাগ্রতার সাথে নামাযের স্বাদে বিভোর হয়ে নামায আদায় করছিলেন যে, তাঁর পা কাটার বিষয়ে পর্যন্ত অনুভব হলো না। (আল মাদখুল লি ইবনুল হাজ্জ, ২/ ১৯০)

(৩) হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার ও ইবাদতের স্বাদ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رحمته الله عليه লিখেন: হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার رضي الله عنه একবার নামায আদায় করছিলেন, হঠাৎ তাঁর পাশেই কোন কারণে আগুন জ্বলে উঠে, হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার رضي الله عنه নামাযের মধ্যে এতোই নিমগ্ন ছিলেন যে, আগুন লেগে যাওয়ার বিষয়ে তাঁর অনুভবই হলো না, শেষ পর্যন্ত লোকেরা এসে আগুন নিভিয়ে দিলো।

(আয যুহুদ লি আহমদ বিন হাম্বল, ৩০১ পৃষ্ঠা)

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ও ইবাদতের স্বাদ

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه 'রও ইবাদতের গভীর স্বাদ নসীব হয়েছিলো, তিনি অত্যন্ত একাগ্রতা ও বিনয়

সহকারে নামায আদায় করছিলেন, তাঁর কাছেই তাঁর আদরের ছোট বাচ্চা উপস্থিত ছিলো, হঠাৎ ছাদ থেকে একটি সাপ বাচ্চার পাশে এসে পড়লো, লোকজন সাপ সাপ বলে চিৎকার শুরু করলো আর শেষ পর্যন্ত সাপটিকে মেঝে ফেললো। এতো কিছু হওয়ার পরও হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه তেমনি ভাবেই নামায পড়ছিলেন। (জরিখে দামেক, ২৮/১৭৪)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه যখন সিজদায় যেতেন তখন এতো লম্বা সিজদা করতেন যে, পাখিরা তাঁর পিট মোবারককে দেয়ালের অংশ মনে করে সেটার উপর বসে যেতো। (জরিখে দামেক, ২৮/১৭৩)

হযরত ইবনে আবু মুলায়কা رضي الله عنه বলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه 'র মতো কাউকে দেখিনি, একদিন তিনি নামায পড়ছিলেন তখন মানজানিক (অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করার যন্ত্র) দ্বারা চালানো একটি পাথর তাঁর দাঁড়ি ও বুকের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলো, কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه এমন একাগ্রতা ও বিনয় সহকারে নামায আদায় করছিলেন যে, আল্লাহ পাকের শপথ! তাঁর চোখে না কোন ভয় ছিলো আর না কিরাতে মध्ये কোন ব্যতিক্রম হলো, তিনি যেভাবেই প্রশান্তির সাথে নামায আদায় করছিলেন, তেমনিভাবেই আদায় করতে রইলেন। (জরিখে দামেক, ২৮/১৭০)

(৫) হযরত রাবেয়া বসরিয়া ও ইবাদতের স্বাদ

হযরত রাবেয়া বসরিয়া رضي الله عنها দিন রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিতকারী ছিলেন, তিনি প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল আদায় করতেন আর তিনি ৫০ বছর এভাবে অতিবাহিত রাখেননি। কখনো বালিশে মাথা রাখলেন না। তাস্বীলুল গাফেলীন এ রয়েছে: প্রতি দিনের

ন্যায় একদিন হযরত রাবেয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا নামায আদায় করছিলেন, যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন চাটায়ের খড় তাঁর চোখে গিয়ে পড়লো, তিনি এমন একাগ্রতার সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে মনোযোগ ছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে রইলেন খড় পড়ার বিষয়টি অনুভব পর্যন্ত হলো না। (তায়ীছল গাফেলীন, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

মীর আব্দুল ওয়াহিদ বিলগারামী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেন: নামাযের পর তিনি কাউকে বললেন: দেখুন তো আমার চোখে কোন কিছু আটকে আছে কিনা। দেখা গেলো জায়নামাযের (চাটায়ের ছোট খড়) চোখের মধ্যে লেগে আছে আর এতে চোখে জখম হয়ে গেছে। যে দেখলো সে বললো: হে সায়্যিদ! আপনার চোখে জখম হয়েছে আর আপনার অনুভব পর্যন্ত হলো না? বললেন: আমি নামাযে ছিলাম, আর এই ঘটনা ঘটলো, যখন আমি আমার প্রতিপালকের সামনে থাকি, যদি সমস্ত দোষখ আমার চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তখন খোদাভীতির কারণে আমার অনুভবও হবে না। (সাবয়্ব সানাবিল, পৃষ্ঠা: ৯৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকার কুফল

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন কিভাবে একাগ্রতা ও বিনয় সহকারে আল্লাহ পাকের যিকিরে মগ্ন হয়ে অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে ইবাদত করতেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও ইবাদত ও রিয়াযতে এমন প্রশান্তি নসীব করুন। ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ নামায, কুরআন ও দোয়া এই ৩টি জিনিসের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে, যদি তোমাদের এই তিনটি জিনিসের স্বাদ

নসীব হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, যদি মানুষের এটি না মিলে তাহলে জেনে নাও তাদের উপর কল্যাণের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। (শুয়াবুল ইমান, ৫/৪৪৭, হাদীস: ৭২২৬)

ﷻ! গভীর চিন্তা করুন! নামায, তিলাওয়াত ও দোয়ার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া কেমন ক্ষতিকর!!! আফসোস! আজ আমাদের অবস্থা কিছুটা এরকমই * নামাযে আমাদের মন স্থির থাকে না * তিলাওয়াতের কথা বলা হলে হয়তো অনেক মাস অতিবাহিত হয়ে যায় * তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগও থাকে না * হ্যাঁ! একটি দোয়া রয়েছে যেটা আমরা নামাযের পর করে থাকি * সেটাও কিভাবে করি? * আমাদের দোয়া করার ধরন কেমন হওয়া উচিত? * দোয়ার মধ্যে আমাদের মনোযোগ কোথায় থাকে? * দোয়ার মধ্যে একাগ্রতা ও বিনয় কোথায় থাকে? এসব বিষয়ে গভীর চিন্তা করুন।

অনেক আফসোসের বিষয়! * আমরা ইবাদত থেকে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে রয়েছি * নামাযের প্রতি আগ্রহ ও স্পৃহা খুবই কম * দোয়া করার প্রতি আগ্রহ খুবই কমে গিয়েছে * আমরা কুরআনে করীমকে আদব সহকারে আলমারীতে সাজিয়ে রেখেছি কিন্তু সেটা তিলাওয়াত করে আমাদের অন্তরের মরিচা দূর করিনি তাই আমাদের অবস্থা ধ্বংসের দিকে চলে গিয়েছে * আজ আমাদের সমাজ ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে * পরিবারের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ চলছে * শান্তি নেই * ব্যবসায় সমস্যা * মনে অশান্তি * পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা হারিয়ে গেছে * একে অপরকে সম্মান করা দিন দিন কমে যাচ্ছে * সমাজের মধ্যে পেরেশানী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এগুলো কি? এসবকিছু

নিজেদের উদ্দেশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণাম, ইবাদত থেকে দূরে সরে থাকার প্রভাব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যদি শান্তি চাই! দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার আকাঙ্ক্ষা রাখি তাহলে সেটার জন্য আমাদের নিজেদের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে, আমাদের বুয়ুর্গগণের জীবনী থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং ইবাদতে মনোযোগী হতে হবে। এটা ব্যতীত মানুষের জীবনে সম্মানের কোন পদ্ধতি নেই।

মানুষের প্রকৃত সম্মান ইবাদতের মধ্যে

আ'লা হযরতের পিতা হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সকল সফলতার মূল হলো ইবাদত আর মানুষের প্রকৃত সম্মান আল্লাহ পাকের দরবারে মাথা নত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

(আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে কেউ সম্মান চায়, তবে সম্মান তো সব আল্লাহরই হাতে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا যে সম্মান চায়, তার উচিত আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মধ্যে তালাশ করা অর্থাৎ সম্মান আল্লাহ পাকের ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। (তাকসীরে খামিন, পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত: ১০, ৩/৪৫৩ পৃষ্ঠা)

ইবাদতের স্বাদ কিভাবে পাওয়া যাবে...?

সাধারণত জ্ঞানীদের এই চিন্তাভাবনা থাকে যে, নামায তো পড়ছি, তিলাওয়াতও করছি, যতোটুকু সম্ভব ইবাদত করি কিন্তু ইবাদতের মধ্যে মন বসে না, ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এই বিষয়টি মাথায় রাখুন যে, ইবাদতে মনোযোগী হওয়া, বিনয় ও একাগ্রতা অর্জন করা, ইবাদতের স্বাদ নসীব হওয়া আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত, অবশ্য এই নেয়ামত যদি নাও মিলে, তারপরও ইবাদত অব্যাহত রাখা উচিত, অনেকে ইবাদতের স্বাদ না পাওয়ার কারণে ইবাদত করাই ছেড়ে দিয়ে থাকে। এরকম লোকদের বুঝাতে গিয়ে আমিরাে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন: (ইবাদতে) মন স্থির থাকুক বা না থাকুক, তুমি করতে থাকো।

সুতরাং ইবাদতের স্বাদ যদি নাও পাও, মনও যদি না বসে, তারপরও ইবাদত করতে থাকা উচিত, আল্লাহ পাক চাই তো একদিন না একদিন ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার নেয়ামত মিলে যাবে।

ইবাদতের স্বাদ পরিশ্রমের মাধ্যমে পেয়ে থাকে

মনে রাখবেন! আমাদের নফস সাধারণত ইবাদতে অভ্যস্ত হয় না, এজন্য শুরুতে তার জন্য ইবাদতে কঠিন হয়ে থাকে, ইবাদতে মন বসে না, বিরক্ত লাগে, মন দুনিয়াবী কাজে লেগে থাকে, এই অবস্থায় উচিত বান্দা নফসের উপর বোঝা তুলে দিয়ে ইবাদত করতে থাকা, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ এমন একটা দিন আসবে যে, নফস ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং অন্তরে ইবাদতের স্বাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে সৎকর্ম করে পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে মুসলমান হয়, তবে অবশ্যই তাকে উত্তম জীবনে জীবিত রাখবো।

এই আয়াতে বলা হয়েছে: যে মুসলমান পুরুষ বা মহিলা নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাকে উত্তম পবিত্র জীবন দান করবেন। তাফসীরে খাযিনে রয়েছে: এক বর্ণনা অনুযায়ী উত্তম জীবন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবাদতের স্বাদ। (তাকসীরে খাযিন, পারা: ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ৯৭, ৩/৯৭ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ যে মুসলমান নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাকে ইবাদতের স্বাদ দান করেন। এক বুয়ুর্গা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ২০ বছর পর্যন্ত পরিশ্রমের সাথে নামায আদায় করতে রইলাম, এরপর আমার ইবাদতের স্বাদ নসীব হলো।

(কুতুল কুলুব, ১/ ৯২)

অধিকহারে নফল ইবাদত করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা ইবাদতের স্বাদ পেতে চায় তাহলে আমাদের ফরয আদায়ের পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদত করতে হবে, নফল নামায পড়ুন, নফল রোযা রাখুন, নফল দান ও সদকা করুন। এর বরকতে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ইবাদতের স্বাদও নসীব হবে। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এই পর্যন্ত যে, আমি তাকে আমার মাহবুব (অর্থাৎ প্রিয়ভাজন) বানিয়ে নিই। (বুখারী, ১৫৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫০২)

سُبْحٰنَ اللَّهِ! অধিকহারে নফল আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা নসীব হয়ে থাকে, স্পষ্ট যে, আল্লাহ পাকের ভালোবাসা মিলে

যায় তখন মন আল্লাহ পাকের দিকেই ধাবিত থাকবে, আল্লাহ পাকের দিকে মন ধাবিত থাকলে তবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ আল্লাহ পাকের ইবাদতের স্বাদও নসীব হয়ে যাবে।

ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার একটি উপায়

ফকিহ আবু লাইছ সমরকন্দী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেন: বান্দা ততোক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের স্বাদ অর্জন করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে এই চারটি কাজ করে না নেয়: (১) ইবাদত ভালো নিয়তে শুরু করা (২) ইবাদতের সামর্থ্য লাভ, তবে এটা আল্লাহ পাকের নেয়ামত, এই দিকে দৃষ্টি রাখা (৩) خَشْيَت (অর্থাৎ অন্তরে খোদাভীতি) রেখে ইবাদত করা (৪) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একনিষ্ঠতা অব্যাহত রাখা (লৌকিকতা না করা)। কেননা যে বান্দা ভালো নিয়তে ইবাদত শুরু করে, সে জেনে নেয় যে, আমার এই নেকীর সামর্থ্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছে এবং যখন বান্দা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের উপর দৃষ্টি রাখে তখন সে কৃতজ্ঞ থাকে, ব্যস কৃতজ্ঞতার বরকতে নেয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, যখন বান্দা একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদত করে তখন তার জন্য সাওয়াব ওয়াজিব (আবশ্যিক) করে দেয়া হয় এবং ইবাদত করার দুনিয়াতে প্রতিদান ও সাওয়াব এটাই যে, বান্দার ইবাদতের স্বাদ মিলে আর যখন বান্দা সম্পূর্ণ ইবাদত একনিষ্ঠতার সাথে পূর্ণ করে তখন আল্লাহ পাক তার আমল কবুল করে নেয় আর আমল কবুল হওয়ার আলামত হলো; তাকে আরো উত্তম নেকীর সামর্থ্য দান করা হয়। (তামীছল গাফেলীন, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

পাষণ হৃদয় ইবাদতের স্বাদ লাভের ক্ষেত্রে বাধা

হে আশিকানে রাসূল! ইবাদতের স্বাদ নসীব না হওয়ার সবচেয়ে বড় ও অন্যতম কারণ অন্তরের কঠোরতা, যদি আমাদের অন্তরে নম্রতা নসীব হয়ে যায় তবে **إِنَّكَ لَأَنْتَ** ইবাদতের স্বাদও নসীব হয়ে যাবে। সুতরাং যে ইবাদতের স্বাদ পেতে চায়, তার উচিত নিজের মনকে নরম করা, এমন আমল করার অভ্যাস করুন যেটা অন্তর নরম করে কেননা প্রতিটি ঐ কাজ যা অন্তর নরম হওয়ার মাধ্যম, সেটার বরকতে ইবাদতের স্বাদও নসীব হয়ে যায় আর প্রতিটি ঐ কাজ যা অন্তর কঠোরতার কারণ সেটা ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করে।

গুনাহের কারণে হৃদয় পাষণ হয়ে থাকে

উদাহরণ স্বরূপ গুনাহের কারণে অন্তর পাষণ হয়ে থাকে আর তাওয়ার বরকতে অন্তরের নম্রতা নসীব হয়ে থাকে, সুতরাং যে বান্দা গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তার ইবাদতের স্বাদ পাওয়াটা কঠিন। একবার হযরত উহাইব বিন ওয়ারদ **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** 'র খেদমতে আরজ করা হলো: যে বান্দা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে, তার কি ইবাদতের স্বাদ অর্জন হবে না? বললেন: হ্যাঁ! যে গুনাহ করে তারও ইবাদতের স্বাদ নসীব হয় না আর যে গুনাহের ইচ্ছাপোষণ করে সেও ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। (শুয়াবুল ইমান, ৫/৪৪৭, হাদীস: ৭২২৫)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন খাবিক **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** বলেন: “অহেতুক কথাবার্তা শুনা” অন্তর থেকে ইবাদতের স্বাদের নূর নিভিয়ে দেয়।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/ ১৭৭)

ﷺ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গান বাজনা * মিথ্যা * গীবত * চোগলী ইত্যাদি গুনাহে ভরা কথাবার্তা অশ্লীল কথা, এসব গুনার দ্বারা ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, সুতরাং যে চাই যে, তার ইবাদতে মন বসে যাক * নামায পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হোক * তিলাওয়াত করার সময় অশ্রু প্রবাহিত হোক * আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনার স্বাদ অনুভব করুক * দরুদ শরীফ পাঠ করলে তখন মন ইশকে মুস্তফায় পূর্ণ হোক * সবুজ গম্বুজের কল্পনায় বিভোর থাকুক * ইবাদতের মাঝখানে মন্দ খেয়াল বিরক্ত না করুক তবে তার উচিত গান বাজনা গুনা থেকে বেঁচে থাকা * চোখ, কান ও হাত এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে হেফায়ত করা * অহেতুক কথা থেকে বেঁচে থাকা * মিথ্যা * গীবত * চুগলী * অপবাদ দেয়া ইত্যাদি থেকে সব সময় দূরে থাকা, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ অন্তর নরম হবে ও ইবাদতের স্বাদ নসীব হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পরকালের চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে বান্দা ইবাদতের স্বাদ পেতে চায়, তার উচিত দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তর থেকে বের করে দেয়া এবং আখিরাতের চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস করা। এর বরকতে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ইবাদতে স্বাদ ও প্রশান্তি নসীব হবে। হযরত আবু আব্দুল্লাহ কুরশী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি কোন নেককার বুয়ুর্গের খেদমতে আরজ করলো: জনাব! নেকী করছি কিন্তু অন্তরে নেকীর স্বাদ পায় না। আল্লাহ পাকের ঐ নেককার বান্দা বললেন: তোমার অন্তরে ইবলিসের কন্যা অর্থাৎ দুনিয়া বসবাস করে আর নিশ্চিত তার পিতা (অর্থাৎ শয়তান) তার কন্যা (দুনিয়া)'র সাথে সাক্ষাত

করার জন্য তোমার হৃদয়ে আসতে থাকে, স্পষ্ট যে, ইবলিস যখনই তোমার অন্তরে আসবে, ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দিবে, এই কারণে তুমি নেকীর স্বাদ পাওনা। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, ১৮৯ আয়াতের পাদটীকা ২/১৪৯) বর্ণিত আছে: আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: হে দাউদ! যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে মন থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা বের করে দাও! নিশ্চয় আমার ভালোবাসা ও দুনিয়ার ভালোবাসা এক অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩১৭ পৃষ্ঠা)

একবার হযরত ইসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সঙ্গীদের বললেন: মৃতদের কাছে বসিও না, নতুবা তোমাদের অন্তরও মরে যাবে। সাথীরা আরজ করল: মৃত কারা? বললেন: الرَّاعِبُونَ فِي الدُّنْيَا الَّذِينَ جُبُّونَ هُنَا দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও ভালোবাসা পোষণকারী।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, ১৮৯ নং আয়াতের পাদটীকা ২/১৪৯)

মজাদার জিনিস খেতে থাকা অন্তরের কঠোরতার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেশি খাওয়াও অন্তরকে পাষণ করে দেয়, এজন্য যে (ব্যক্তি) ইবাদতের স্বাদের সন্ধানকারী, তার উচিত ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার অভ্যাস করা। হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি লেবাননের পর্বতে অনেক আউলিয়ায়ে কেলামের সংস্পর্শে ছিলাম, তাঁদের মধ্য হতে প্রত্যেকজন আমাকে এটা বলেছেন: যখন লোকদের মাঝে যাবে তখন তাদের চারটি বিষয়ে উপদেশ দিবে, তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিলো, যে অধিক আহর করবে, তার ইবাদতের স্বাদ নসীব হবে না। (মিনহাজুল আবেদীন (উর্ধ্ব অনুবাদকৃত), ২৬০ পৃষ্ঠা)

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আখিরাতের রাস্তায় হাঁটা বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মোবারক স্বভাব ছিলো যে, তারা তরকারি সব সময় নয় বরং কখনো কখনো খেতেন এবং নফসের উচ্চ আকাজ্ফা থেকে বেঁচে থাকতেন কেননা মানুষ যদি আকাজ্ফা অনুযায়ী মজাদার জিনিস আহার করতে থাকে তাহলে তা দ্বারা তার নফস নষ্ট হয়ে যায় এবং অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি হয়।

(ইহয়াউল উলুম (উর্ধ্ব অনুবাদকৃত), ৩/ ২৮০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

৩টি জিনিস ছেড়ে দিলেই ইবাদতের স্বাদ অর্জিত হবে

হযরত আহমদ বিন হারব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ৫০ বছর আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে থাকি, যখন আমি ৩টি জিনিস ছেড়ে দিয়েছি তখন ইবাদতের স্বাদ অর্জিত হয়: (১) আমি মানুষের সম্ভৃষ্টি ছেড়ে দিয়েছি (অর্থাৎ লোকে কি বলবে এই চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এই মানসিকতা বানিয়ে নিয়েছি যে, আমার আল্লাহ পাক কোন কাজে সম্ভৃষ্টি) (২) আমি ফাসিকদের (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহকারী'র) সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়েছি ও নেককার লোকদের সংস্পর্শ অবলম্বন করেছি (৩) আমি দুনিয়ার স্বাদ ছেড়ে দিয়েছি, ফলে আখিরাতের স্বাদ অর্জন করাতে সফল হয়ে গেলাম।

(তারিখুল ইসলাম, ৬/১৮৪)

সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ

اللَّحْمَدُ لِلَّهِ! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী সারা দুনিয়ায় ৮০টির অধিক বিভাগে নেকীর দা'ওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্য হতে একটি বিভাগ হলো “সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ”। সাপ্তাহিক

ইজতিমা মজলিস প্রায় ৩ থেকে ৫ জন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ যথা ক্বারী ও নাত খাঁ এবং মুবাল্লীগের জাদুওয়াল বানানো, তিলাওয়াত ও নাত এবং বয়ান প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারকে কমপক্ষে ৭দিন পূর্বে বলা। ইজতিমা স্থল বিশেষকরে প্রবেশ করার দরজায় নিরাপত্তা যিম্মাদার নিয়োগ দেয়া। স্পিকার, লাইট, জেনারেটর এবং ইউপি এসের ব্যবস্থা করা, অযুখানা ও ইস্তিঞ্জাখানায় পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, ইজতিমাস্থল এবং মসজিদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা, মাদুর ও ছাটায় বিছানো এবং ইজতিমা শেষে উঠিয়ে নেয়া, স্টল, অযুখানা এবং মসজিদের ছাদে কথাবার্তায় মশগুল থাকা ইসলামী ভাইদের নম্রতা ও বিনয় সহকারে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করানো, প্রয়োজন সাপেক্ষে উপযুক্ত স্থানে পানির টেপ লাগানো, মাকতাবাতুল মদীনার স্টলে কিতাব ও পুস্তিকার সরবারহ এবং স্টলে শরয়ী পরিপন্থি ও নীতিহীন সাহিত্য এবং অতিরিক্ত পানাহারের জিনিসপত্র বেচাকেনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, ইজতিমায় আসা ইসলামী ভাইদের গাড়ির জন্য পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা, জুতা রাখার জন্য থাক বানিয়ে গুছিয়ে জুতা রাখার ব্যবস্থা করা, প্রতিটি স্টলের জায়গা নির্দিষ্ট করা বরং সম্ভব হলে প্যানাফ্ল্যাক্স ব্যানার বা বোর্ড লাগানো ইত্যাদি এই যিম্মাদারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক “সাণ্ডাহিক ইজতিমা মজলিস” কে আরও উন্নতি দান করুক।

ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো: আমরা আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের সংস্পর্শ অবলম্বন করি, ﷻ! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের কাছে উঠা বসার দ্বারা,

তাদের কথাবার্তা শুনা, তাদের দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখা এবং তাঁদের জীবনী নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার বরকতে অন্তরের কঠোরতা দূর হয়ে থাকে এবং আখিরাতে চিন্তাভাবনা নসীব হয়ে থাকে। হযরত জাফর বিন সুলায়মান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি যখন নিজের অন্তরে কঠোরতা অনুভব করতাম তখন সকাল সকাল হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে যেতাম, সেটার বরকতে আমার উপকারীতা অর্জন হতো। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৯৫)

ফাতাহ মুহাম্মদ নামাযী হয়ে গেলো!

মিয়া শের মুহাম্মদ শারকপুরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ মুরশিদের দেশের প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কেলামগণের মধ্য হতে একজন, একদিন তাঁর এক মুরিদ তাঁর খেদমতে আরজ করলো: হুযুর! আমার এক ছেলে আছে: ফাতাহ মুহাম্মদ। আমি তাকে অনেক বড় আশা নিয়ে হাফিযে কুরআন বানিয়েছি কিন্তু সে নামায পড়ে না। মিয়া শের মুহাম্মদ শারকপুরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং মুরিদ ২দিন পর তার ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হলো আর আরজ করলো: হুযুর! ফাতাহ মুহাম্মদ হাজির। মিয়া শের মুহাম্মদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ খুবই আন্তরিকতার সাথে জিজ্ঞাসা করলেন: ফাতাহ মুহাম্মদ নামায কেন পড়ো না? আরজ করল: নামাযে আমার মন বসে না, যদি নামায পড়াতে চান তাহলে মন বসিয়ে দিন।

মিয়া শের মুহাম্মদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ চাটায়ের উপর শায়িত ছিলেন, ফাতাহ মুহাম্মদের কথা শুনে জ্বালালিয়াতে এসে উঠে বসে গেলেন আর কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে তার অন্তরের দিকে ইশারা করলেন: যাও! এখন থেকে মন বসবে। ব্যস, আল্লাহ পাকের অলিয়ে কামিল এতোটুকুই বলেছিলো,

ফাতাহ মুহাম্মদের এই অবস্থা হলো যে, যোহরের নামায শুরু করতো তো আসর পর্যন্ত যোহরই পূর্ণ হতো, ইশার নিয়ত বাঁধলে তখন ফজর হয়ে যেতো। (মাওয়াযিযে নঈমীয়া, ৩১৬-৩১৭ পৃষ্ঠা)

سُبْحَانَ اللَّهِ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো! ইবাদতের স্বাদ অর্জন করতে হলে তবে এটার জন্য নেককার লোকদের খেদমতে উপস্থিত হওয়া চাই, কে জানে কখন দয়ার দৃষ্টি পড়ে যায় আর ফাতাহ মুহাম্মদের মতো ব্যস এক নজরেই আমাদের অন্তরও আলোকিত হয়ে যায়।

৫ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার, নেক কাজে মনোযোগী হওয়ার এবং নেককার লোকদের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, যেহি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করুন ﷺ এর বরকতে নেকীর উপর অটলতা পাওয়ার ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা তৈরি হবে, যেহি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে একটি হলো নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করা, শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত رَضِيَ اللهُ عَنْهُم 'র দেয়া “৭২ নেক আমল”র মধ্য হতে ৫ নং নেক আমল হলো: আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর কমপক্ষে একবার করে আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস ও তাসবীহে ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا পাঠ করেছেন? رَضِيَ اللهُ عَنْهُم! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত رَضِيَ اللهُ عَنْهُم তাঁর মুরিদদেরকে নিজেদের সংশোধনের জন্য খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা দান করেছেন। আপনারাও পকেট সাইজ এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন, সেটা পাঠ করুন এবং সেই অনুযায়ী জীবন

অতিবাহিত করুন এবং প্রতিদিন নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করুন।
 إِنَّ شَاءَ اللَّهُ! গুনাহ থেকে বাঁচার ও নেকী করার মানসিকতা তৈরি হবে, অন্তরের
 পবিত্রতা মিলবে এবং চরিত্র সুন্দর ও সংশোধন হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরের কঠোরতা দূর করে দিক, আমাদের
 অন্তর আলোকিত করুক, হায়! যদি নামাযের মধ্যে আমাদের মন বসে
 যেতো, হায়! যদি ইবাদতের আগ্রহ ও স্পৃহা নসীব হয়ে যেতো, হায়!
 শতোকোটি আফসোস! আমাদের ইবাদতের স্বাদও যদি মিলে যেতো এবং
 তাতে স্থায়িত্বও যেন নসীব হয়ে যেতো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ইমাম জাফর সাদিক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র আলোচনা

হে আশিকানে রাসূল! ১৫ রজব ইমাম জাফর সাদিক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র
 ওরস মোবারক, এ প্রসঙ্গে আসুন! বরকত অর্জনের জন্য ইমাম জাফর
 সাদিক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র সংক্ষিপ্ত জীবনী শ্রবণ করি।

ইমাম জাফর সাদেক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তাঁর নাম: জাফর আর উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ। ইমাম জাফর
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র সত্যবাদীতার কথা অনেক প্রসিদ্ধ ছিলো, এজন্য তাঁকে সাদিক
 (অর্থাৎ সত্যবাদী) বলা হয়। (ওয়ারাফাতুল আ'য়ান, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৬৮) ইমাম জাফর
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হোসাইনী ছিলেন। তিনি
 ইমাম বাকের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র সন্তান, ইমাম জয়নুল আবেদীন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র
 নাতি এবং সায্যিদুশ শহাদা, শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র নাতির সন্তান, ইমাম জাফর সাদেক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'র নসব

শরীফের ব্যাপারে একটি আশ্চর্যকর বিষয় হলো তাঁর মাতা হযরত উম্মে ফারওয়া رضي الله عنها মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه 'র বংশধর। এভাবে ইমাম জাফর সাদেক رضي الله عنه পিতার দিক দিয়ে হোসাইনী এবং মাতার দিক দিয়ে সিদ্দিকি। (সিয়ারে আলামুন নুবালা, ৬/ ৪৩৮)

হযরত ইমাম জাফর সাদেক رضي الله عنه ৬৮ বছর এই দুনিয়াতে কাটান, তিনি ১৫ই রজব, ১৪৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাযার মোবারক জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত। (ওয়ারাকিয়াতুল আ'য়ান, ১/১৬৮)

আযমতে ইমামে জাফর মারহাবা! মারহাবা!
বরকতে ইমামে জাফর! মারহাবা! মারহাবা!
সদাকাতে ইমামে জাফর! মারহাবা! মারহাবা!
শরাফতে ইমামে জাফর! মারহাবা! মারহাবা!
সায়াদাতে ইমামে জাফর! মারহাবা! মারহাবা!
কারামতে ইমামে জাফর! মারহাবা! মারহাবা!

অদৃশ্য থেকে আগুর প্রকাশ পেলো

হযরত লাইছ বিন সা'দ رضي الله عنه বলেন: হজের মৌসুম ছিলো, আমি মক্কায়ে মুকাররমায় আসরের নামায় আদায় করলাম এবং আবু কুবাইস নামক পাহাড়ে চলে গেলাম, পাহাড়ের চুড়ায় আমি দেখলাম: একজন নেককার বুয়ুর্গ বসে দোয়া করছিলো, তিনি প্রথমে হে আমার প্রতিপালক বলে আল্লাহ পাককে ডাকলো আর নিয়মিত ربِّ ربِّ বলতেই রইলেন, এই পর্যন্ত যে তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি ربِّ ربِّ বলা শুরু করলো, এবারও ربِّ ربِّ বলতে বলতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি الله ربِّ الله ربِّ বলা শুরু করল, এই পর্যন্ত যে নিঃশ্বাস

বন্ধ হয়ে গেলো, এরপর ٱرْحَمٰنُ ٱرْحَمٰنٌ বলে আল্লাহ পাককে আহ্বান করলো, অতঃপর ٱرْحَمٰنُ ٱرْحَمٰنُ বলা শুরু বলা দিলো আর শেষে তিনি ٱرْحَمٰنُ ٱرْحَمٰنُ বলে আল্লাহ পাককে আহ্বান করলো, এইভাবে তিনি সাতবার করলো, শেষে আল্লাহ পাকের নিকট যা মন চায় দোয়া করলো। আমি তার কাছেই লুকিয়ে এ সবকিছু দেখছিলাম।

এখনো ঐ নেককার বুয়ুর্গ ব্যক্তির দোয়া পূর্ণ হয়নি হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আঙ্গুরের একটি থোকা ও ২টি নতুন চাদর প্রকাশ পেলো। এটা ঐ মৌসুম ছিলো যখন আঙ্গুর পাওয়া যেতো না, দোয়া পরিপূর্ণ হওয়ার পর ঐ নেককার বুয়ুর্গ আঙ্গুর খাওয়া শুরু করলো, এখন আমি ঐ নেককার বুয়ুর্গের কাছে গেলাম আর আরয় করলাম: আপনি দোয়া করছিলেন আর আমি আমিন বলেছিলাম, সুতরাং আমাকে আঙ্গুরের মধ্যে অংশীদার করুন! ঐ নেককার বুয়ুর্গ বললেন: আমার কাছে এসো! খাও তবে কোন দানা বাঁচিয়ে রাখবে না। হযরত লাইছ বিন সা'দ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি আঙ্গুর খাওয়া শুরু করলাম, সেগুলো অত্যন্ত মজাদার ছিলো, আমি কখনো এরকম আঙ্গুর খাইনি আর আশ্চর্যের বিষয় এটা ছিলো যে আমি মনভরে আঙ্গুর খেয়ে নিয়েছি কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একটি দানাও কম হলো না।

আঙ্গুর খাওয়ার পর ঐ নেককার বুয়ুর্গ নতুন চাদর দুইটির দিকে ইশারা করে বললেন: এই দুইটি থেকে যেটা চাও নিয়ে নাও! আমি বললাম: আমার চাদরের প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি দুইটি চাদরই নিজের শরীরে জড়িয়ে নিলেন, পুরাতন চাদর যেটা নিচে বিছানো ছিলো, সেটা হাতে বেঁধে অপর প্রান্ত ছেড়ে দিলো, আমিও তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। যখন আমরা সাফা মারওয়ার নিকটবর্তী পৌঁছলাম তখন

এক গরীব লোক ডাক দিলো: হে প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র শাহজাদা! আমার শরীর ঢেকে দিন!

ঐ নেককার বুয়ুর্গ হাতে বাঁধা চাদরটি ঐ গরীবকে দিয়ে দিলেন আর সামনে অগ্রসর হলেন। এখন আমি ঐ গরীব লোকটির পিছু নিলাম আর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাকে যিনি চাদর দিয়েছেন তিনি কে? ঐ গরীব লোকটি বলল: তিনি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 'র শাহজাদা ইমাম জাফর সাদেক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ।

اللَّهُ أَكْبَرُ! এখন আমি ইমাম জাফর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে খোঁজা করা শুরু করলাম, যাতে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনতে পারি কিন্তু আফসোস! আমি দ্বিতীয়বার সাক্ষাত করা থেকে বঞ্চিত রইলাম। (হিকায়াতে অর নসীহতে, পৃষ্ঠা: ৪৩৭) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। أُمِينُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত ও কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালোবাসলো, আর যে আমাকে ভালোবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাত, ১/ ৫৫, হাদীস: ১৭৫)

খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “সুন্নাত ও আদব” থেকে খাবারের খাওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

❁ সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণের আগে নিজের হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করে নিন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, যখন খাবার উপস্থিত করা হবে তা গ্রহণের পূর্বে অযু করবে যখন তা শেষ করবে তখনও অযু করবে। (সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আতয়িমাহ, বাবুল অযুয়ে ইন্দাততোয়াম, হাদীস নং-৩২৬০, ৪র্থ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা) হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন এই (অর্থাৎ খাওয়ার অযু) অর্থ হলো: হাত ও মুখ পরিষ্কার করা, হাত ধৌত করা, কুলি করা। (মিরাতুল মানাজিহ ৬/৩২)

ঘোষণা

খাবারের অবশিষ্ট সুল্লাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকার মধ্যে বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাল্লিয়াদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সাল্লিয়ুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাল্লিয়াদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامٍ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صلى الله عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

প্রিয় নবী صلى الله عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)